AYESHA ABED
LIBRARY

BRAC
66, Mohakhali C.A, Dacca-12

১৯৯০ সনে ব্র্যাকের উন্নয়ন কৌশল
পর্যবেক্ষণ ও সুপারিশ

ডেভিড সি কর্টেন

৬ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৮৭

ভূমিকা

ব্র্যাকের রয়েছে দক্ষ ব্যবস্থাপনা এবং জাতীয় উন্নয়নে তাৎপর্যপূর্ণ অবদান। সে উন্নয়নের নতুন নতুন ধারণা সৃষ্টি করছে এবং তা প্রয়োগ করে দেখছে। এসবই ব্র্যাককে দিয়েছে পৃথিবীর বেসরকারী উন্নয়ন সংস্থাগুলোর মধ্যে নেতৃত্বের আসন। ব্র্যাকের অর্জিত সম্মান বাংলাদেশে এবং বাংলাদেশের বাইরে অন্যান্য বেসরকারী উন্নয়ন সংগঠনগুলোকে জাতীয় উন্নয়নে এগিয়ে আসার পথ করে দিয়েছে। এসব কারণে ব্র্যাকের চলতি উন্নয়ন প্রচেষ্টাসমূহ ১৯৯০ সনে কি রূপ নেবে তা বিশেষ গুরুত্ব বহন করে।

সাম্প্রতিক বছরগুলোতে জাতীয় উন্নয়নের বিভিন্ন বিষয়ে মতামত পেশ করার জন্যে সরকার ব্র্যাককে আমন্ত্রণ জানায়। এ থেকে প্রমাণিত হয় ব্র্যাক যথেষ্ট সামর্থ্যের অধিকারী একটি উন্নয়ন সংস্থা এবং তার জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সুনাম রয়েছে। যে কর্মী সংখ্যা বৃদ্ধি করছে, নতুন নতুন প্রকল্প ও কর্মসূচী গ্রহণ করছে এবং নতুন এলাকা কর্মসূচীর আওতায় আসছে। এভাবে দেশের উন্নয়ন চাহিদা মেটাতে ব্র্যাক কার্যক্রমের সম্প্রসারণ চলছে।

ব্র্যাক একটি শিক্ষামূলক প্রতিষ্ঠান। সে অব্যাহত ভাবে তার সাফল্য খতিয়ে দেখছে এবং ভুলভ্রান্তি থাকলে তাও স্বীকার করছে। ব্র্যাক কর্মীরা এ ভেবে চিন্তিত যে তারা জাতীয় উন্নয়নে যে অবদান রাখছেন তা শুধু এলাকায় সীমাবদ্ধ থাকছে। কার্যক্রমের সম্প্রসারণ ঘটিয়ে ব্র্যাক সে অবদান অধিক মানুষের কাছে পৌঁছে দিচ্ছেনা। তারা আরও লক্ষ করেছেন, গ্রাম বাংলার বিশাল দরিদ্র মানুষের একটা ক্ষুদ্র অংশকে সামাজিক ক্ষমতার অংশীদার করার জন্যে তারা চেষ্টা চালাচ্ছেন। কিন্তু এখনও এমন কিছু করতে পারেননি যাতে তাদের দু'মুঠো ভাতের ব্যবস্থা করার পরেও কিছু আয় হাতে থাকে।

ব্র্যাকের ভিতরে অনেকেই গ্রামীণ ব্যাংকের সাফল্যের প্রশংসা করেন। গ্রামীণ দরিদ্র মানুষের কাছে ঋণ সুবিধা পৌঁছে দিতে গ্রামীণ ব্যাংক বিশেষ মনোযোগ দিয়েছে। যদিও ব্র্যাকের তুলনায় গ্রামীণ ব্যাংক একটি নবীন প্রতিষ্ঠান তবুও কিছু কিছু ব্র্যাক কর্মী মনে করেন সুনির্দিষ্ট কর্মসূচী গ্রহণ করে গ্রামীণ ব্যাংক যথেষ্ট সাফল্য অর্জন করেছে।

ব্র্যাক বিশ্বাস করে ১৯৯০ সনে বাংলাদেশের জাতীয় উন্নয়নে ব্র্যাক তার অবদান আরও বৃদ্ধি করতে পারবে। সে জন্যে খুব সতর্কতার সাথে অল্প কয়েকটি জাতীয় সমস্যা নির্বাচন করতে হবে এবং সমস্যা সমাধানে জাতীয় পর্যায়ে সুনির্দিষ্ট কর্মসূচী গ্রহণ করতে হবে। ব্র্যাকের কৌশলগত নির্বাচন কি হবে নিম্নবর্ণিত পর্যবেক্ষণ ও সুপারিশ তা নির্দেশ করছে। ব্র্যাকের সাথে কয়েক বছরের পরিচয়, সিনিয়র ব্যবস্থাপনা কর্মীদের সাথে আলোচনা এবং প্রকল্প এলাকা পরিদর্শনের ভিত্তিতে সুপারিশসমূহ তৈরী করা হয়। চলতি সফরে ওলন্দাজ সংগঠন নভীব -এর বিশেষজ্ঞ দলের সাথে আমার দীর্ঘ আলাপ আলোচনা হয়। আমার এ প্রতিবেদন তৈরীতে তাদের অন্তর্দৃষ্টি কাজে লেগেছে। ব্র্যাকের কর্মসূচী মূল্যায়নের জন্য নভীব উক্ত বিশেষজ্ঞ দলটিকে পাঠিয়েছিল।

জাতীয় পর্যায়ে অগ্রাধিকার নির্বাচন

যথেষ্ট সামর্থ্য এবং প্রভাবের অধিকারী ব্র্যাক একটি জাতীয় প্রতিষ্ঠান। ব্র্যাক যে উন্নয়ন কৌশল গ্রহণ করবে তার ফলাফল জাতীয় ভাবে অনুভূত হবে। কেবলমাত্র কোন্ কোন সমস্যা সমাধানের জন্যে নির্বাচন করা হবে সেটাই গুরুত্বপূর্ণ নয়, কোন্ কোন্ সমস্যা সমাধানের জন্যে নির্বাচন করা হবেনা তাও গুরুত্ব বহন করবে। জাতীয় সমস্যাসমূহ বিশ্লেষণ করে কোন্ সমস্যার সমাধান আগে করতে হবে তা নির্ধারন করতে হবে। এবং এ কাজটুকু সতর্কতার সাথে করতে হবে। কারণ ব্র্যাক দেশের অন্যান্য সরকারী ও বেসরকারী উন্নয়ন সংস্থাগুলোর পাশাপাশি কাজ করবে।

প্রচলিত উন্নয়ন কৌশলের ফলাফল

প্রচলিত উন্নয়ন কৌশল অনুসরণ করে বাংলাদেশ বর্তমানে ৬৪০ কোটি ডলার (প্রায় ২০ হাজার কোটি টাকা) ঋণের বোঝা বহন করছে। রফতানি বাণিজ্যে যা আয় হয় তার ৭.৭ শতাংশ সুদ পরিশোধ করতে ব্যয় হচ্ছে। কিন্তু উন্নতি হয়েছে খুবই সামান্য। টাকা ব্যয় হচ্ছে প্রশাসন, দেশরক্ষা, দালান নির্মাণ এবং বাণিজ্যে। কৃষি ও শিল্প উৎপাদন কোন রকমে জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে পাল্লা দিয়ে চলছে। উচ্চ শিশু মৃত্যুর হার, অপুষ্টি এবং নিরক্ষরতার মত সামাজিক পশ্চাদপদতার লক্ষণসমূহ প্রকট হয়ে উঠছে। শতকরা ৮৫ জন মানুষ গ্রামে বাস করছেন এবং তাদের অধিকাংশই কোন রকমে খেয়ে পরে বেঁচে আছেন কিংবা প্রয়োজনীয় খাবারের চেয়ে কম খাচ্ছেন। প্রবৃদ্ধি প্রদত্ত সীমিত সম্পদ এবং দ্রুত বর্ধনশীল জনসংখ্যা বাংলাদেশের চিত্রকে ধূসর করে তুলেছে।

একটি উন্নয়ন নীতি

এ হতাশাজনক চিত্র পরিবর্তনের জন্যে প্রচেষ্টা চালানো মানেই হল এক অপ্রিয় সামাজিক বাস্তবতার মুখোমুখি হওয়া। সকলের কাছে উন্নয়নের সুফল পৌঁছে দিতে হলে কঠোর পরিশ্রম উৎপাদনশীল বিনিয়োগ এবং বিচক্ষনতার সাথে সম্পদের ব্যবহারের মাধ্যমে নতুন সম্পদ সৃষ্টি করতে হবে। অনেকে মনে করেন যে এভাবে ব্যক্তি এবং সমষ্টির সম্পদ মর্যাদা এবং জীবনমান বাড়ানো যাবে। এবং একেই বলা হয় উন্নয়ন নীতি।

কিন্তু বাংলাদেশী সমাজের মুষ্টিমেয় কিছু লোক মনে করে যে সম্পদ, মর্যাদা এবং জীবনমান বাড়াতে হলে ক্ষমতা ও সুযোগ কাজে লাগিয়ে জনগণের সম্পদ হস্তগত করতে হবে — নতুন সম্পদ সৃষ্টি করে নয়। সরকার নিজেই প্রশাসন যন্ত্রের মাধ্যমে রাজনৈতিক স্বার্থে কিছু কিছু লোককে এধরনের সুযোগ দিয়ে থাকেন।

প্রায় সকল তরুন গ্রাজুয়েট এর স্বপ্ন থাকে একটা নিরাপদ সরকারী চাকুরীর, যে চাকুরী তাঁকে প্রচুর আয়ের সুযোগ করে দেবে, সে চাকুরীতে উৎপাদনশীল কাজ করতে হবেনা এবং কর্মস্থল হবে যতদূর সম্ভব গ্রাম থেকে দূরে। অথচ গ্রামেই সকল সম্পদ ও চাহিদা রয়ে গেছে। এদিকে কৃষি ও শিল্প সেক্টরে ভর্তুকি এবং অতি প্রয়োজন মূলক ঋণ দেয়া হয়। ঋণ বিতরণ হয় অদক্ষ ভাবে, কিন্তু ঋণ পরিশোধে বাধ্য হলে শাস্তির ব্যবস্থা নেই। এসবই হল একটি দারিদ্র পীড়িত, পরনির্ভরশীল, তথাকথিত কল্যান রাষ্ট্রের প্রাতিষ্ঠানিক ভিত্তি-স্বনির্ভর উন্নয়নশীল দেশের নয়।

বাংলাদেশের মানুষ খুবই গরীব, দায়িত্ব গ্রহনে অক্ষম, অশিক্ষিত, নিজেদের ভালমন্দ নিজেরা বুঝেনা -- এসব যুক্তি দেখিয়ে সরকারী প্রশাসনকে কেন্দ্রীভূত করা হয়েছে এবং কিছু কিছু লোককে রাজনৈতিক সুবিধা দেয়া হয়েছে । এসব সম্ভব হয়েছে ব্যাপকভাবে বড় রকমের বৈদেশিক সাহায্য পাওয়ার কারণে ।

বাংলাদেশ সরকারের মোট আয়ের ৪০ শতাংশ, বৈদেশিক মুদ্রা রিজার্ভের ৫০ শতাংশ এবং উন্নয়ন বাজেটের ৯০ শতাংশ বিদেশী সাহায্য থেকে আসে । ফলে অদক্ষ, অথর্ব এবং কারো কাছে জবাবদিহি করতে হয়না এমন একটি আমলাতন্ত্র সৃষ্টি হয়েছে । এই আমলাদের কারণে খুব কম সাহায্যই গরীবের কাছে পৌঁছে এবং আমলারা সুবিধাভোগীদের দ্বারা পরিবেষ্টিত থাকে । ফলাফল দাঁড়িয়েছে এই যে জাতীয় প্রতিষ্ঠানিক এবং রাজনৈতিক ব্যবস্থা অর্থপূর্ণ উন্নয়নের পথে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে এবং বিশাল জনগোষ্ঠিকে অত্যধিক বিশাল এক দারিদ্র্যের ফাঁদে বন্দী করে রেখেছে ।

উন্নয়ন নীতির বাহক হিসাবে দরিদ্র শ্রমজীবী মানুষ

বিরাজমান সামাজিক রীতির প্রয়োজনীয় পরিবর্তনের জন্যে সবচেয়ে বড় ভরসার স্থল হতে পারে ভূমিহীন গ্রামীণ দরিদ্র মানুষ, যাদের সক্রিয় করার কাজে ব্র্যাক ও অন্যান্য বেসরকারী সংগঠন নিয়োজিত রয়েছে । দরিদ্র শ্রমজীবী মানুষ জাতীয় সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত । তারা বুঝতে পেরেছে, তাদের টিকে থাকা নির্ভর করছে নিজেদের উৎপাদনশীল প্রচেষ্টার উপর। নিজেদের অবস্থান উন্নত করতে হলে তাদের নিজেদের মধ্যে সংহতির প্রয়োজন -- এ সত্য তারা গ্রহন করতে শুরু করেছেন । এ ছাড়া গ্রামকে কেন্দ্র করেই তাদের ভবিষ্যৎ জীবন দুর্ণ আবর্তিত হয় এবং গ্রামেই বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের ভিত্তিমূল অবস্থিত । অন্যান্য দেশের মত বাংলাদেশেও সবার জন্য উন্নয়ন নিশ্চিত করতে হলে গরীব মানুষদের ক্ষমতার অংশীদার করতে হবে । কিন্তু বাংলাদেশের বেলায় এধরনের উন্নয়নের জন্যে প্রয়োজন পল্লী সম্পদের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করা ।

ব্র্যাক ও অন্যান্য বেসরকারী সংগঠনের চেষ্টার ফলে বাংলাদেশের উন্নয়নে গরীব মানুষেরা ইতিমধ্যেই অবদান রাখতে শুরু করেছেন । তারা শৃঙ্খলার সাথে ঋণের ব্যবহার করছেন, ঋণ শোধ করছেন এবং তাদের হাতে দেয়া সম্পদের রক্ষণাবেক্ষণ করছেন । গরীব মানুষেরা তাদের নিজের সাফল্যে এখন গর্ববোধ করছেন, আত্মবিশ্বাস ফিরে পাচ্ছেন যা তারা অনেকদিন পাননি । এমন অবস্থা দেখা গেছে, ভূমিহীন সংগঠনগুলোর ব্যবস্থাপনায় চালিত গভীর নলকূপ প্রকল্পে । তারা এমন দক্ষতার সাথে সেচ প্রকল্প পরিচালনা করছেন যে, জমির মালিকেরা দক্ষ ব্যবস্থাপনার আশায় ধনী ব্যক্তিদের হাত থেকে গভীর নলকূপ প্রকল্পের ব্যবস্থাপনা ভূমিহীন দলকে গ্রহণ করতে অনুরোধ করেছে ।

ভূমিহীনদের ক্ষমতার অংশীদার করতে ব্র্যাকের দ্বিমুখী কৌশল

উপরিউক্ত বিশ্লেষণ বেশ ভালো ভাবেই নির্দেশ করছে, ব্র্যাকের পল্লী উন্নয়ন কর্মসূচীতে যুগপৎ সামাজিক ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা এবং উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিতে মনোযোগ রয়েছে । এ কৌশল ভূমিহীনদের ক্ষমতার অংশীদার করার দুটি দিক নির্দেশ করছে :-

(১) দাবী আদায়ের জন্যে চাপ সৃষ্টি করার সামর্থ্য অর্জন এবং

(২) অর্জিত সম্পদের ব্যবহার করে নতুন সম্পদ সৃষ্টি ।

সমষ্টি উন্নয়নে সাম্প্রতিকের অভিজ্ঞতা থেকে বলা যায় যে একটি ছাড়া অপরটি সাধিত হওয়ার নয়। কাজেই ব্র্যাকের পল্লী উন্নয়ন কৌশলের অন্তর্ভুক্ত রয়েছে সচেতনতা বৃদ্ধি, দাবী আদায় এবং সম্পদ ব্যবস্থাপনা। ঋণ, আয় বৃদ্ধি এবং উদ্যোগ ( ) গ্রহণ। এ সকল কার্যক্রম গরীব মানুষদের সম্পদের উপর নিয়ন্ত্রন প্রতিষ্ঠা করতে এবং তার ব্যবস্থাপনা উন্নয়নে সহায়তা করছে। সম্ভাবনাময় উদ্যোগগুলোর ( ) বিস্তার ঘটছে এবং প্রতিটি উদ্যোগের নিয়ন্ত্রণ ভূমিহীন সমিতিগুলোর হাতে রয়েছে। এ প্রচেষ্টা উপানুষ্ঠানিক প্রথাভিত্তিক শিক্ষা কর্মসূচী চালুর মাধ্যমে এখন আরও জোরদার করা হচ্ছে। উপানুষ্ঠানিক প্রথাভিত্তিক শিক্ষা কর্মসূচীর অন্যতম উদ্দেশ্য হচ্ছে সুনির্দিষ্ট পল্লী উন্নয়নে ভবিষ্যৎ বংশধরদের মধ্য থেকে অধিকতর কার্যকর এবং উৎপাদনশীল নেতৃত্ব সৃষ্টি করা।

কৌশলগত মতবাদ

১৯৯০ সনে ব্র্যাকের উন্নয়ন কৌশলের প্রধান নীতি কি হবে ? ভূমিহীন দলগুলো যাতে সম্পদের উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা, উৎপাদন বৃদ্ধি, সমাজে ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা, সমষ্টিগত দায়িত্ব পালন এবং আত্মনির্ভরশীল হতে পারে সে বিষয়ে বিশেষ নজর দেয়াই হবে ১৯৯০ সনে ব্র্যাকের উন্নয়ন কৌশলের প্রধান নীতি। একই সময়ে লক্ষ্য রাখতে হবে যা কিছু অর্জিত হয় তা যেন ধরে রাখা যায়, সকল কার্যক্রমের উপর যেন ভূমিহীন দলগুলোর নিয়ন্ত্রন থাকে। সেবার মান যেন উন্নত হয় এবং প্রকল্পের খরচ যেন ভূমিহীনদের নিজস্ব তহবিল থেকে মেটানো যায়। এ সবই ব্র্যাকের উন্নয়ন কৌশলের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হতে হবে। এ ধরনের মতবাদ অবশ্যই গণসংযোগ বিভাগের আকর্ষণীয় প্রচার হতে পারে। কিন্তু প্রচারের চেয়ে তার বাস্তবায়ন হল আসল কথা। এ মতবাদে যে নীতি সমূহের কথা পরিষ্কার করে বলা হয়েছে তা ব্র্যাকের সংগঠনিক তৎপরতায় বদ্ধমূল হওয়া দরকার। এবং এমনভাবে কার্যক্রম চালাতে হবে যাতে উপরিউক্ত নীতিসমূহ পরীক্ষা করে দেখা যায়।

পরনির্ভরশীলতা বনাম আত্মনির্ভরশীলতা

একটা জটিল বিষয় রয়েছে যা ব্র্যাক নিজেও যাচাই করতে পারেনি। অযাচিত সাহায্য সেবা প্রদান না আত্মনির্ভরশীলতা অর্জনের কৌশল – ব্র্যাক কোনটি বেছে নেবে ? গরীব মানুষেরা আত্মনির্ভরশীল হবে এ প্রস্তাবের বিরুদ্ধে যথেষ্ট যুক্তি রয়েছে। কারণ এরা নোকেরা সমাজে ভর্তুকি, সস্তা ঋণ এবং বিনামূল্যে বিভিন্ন সেবা ভোগ করে থাকে। কিন্তু পক্ষপাত দুষ্ট হোক আর নাই হোক বাস্তবতা হচ্ছে এই যে, বিশেষ করে বাংলাদেশে, ভর্তুকি দিয়ে যে পন্য বা সেবা সরকার গরীব মানুষকে সহায়তা দানের নামে সরবরাহ করে তা ধনী লোকের হাতেই চলে যায় এবং শেষ পর্যন্ত এ সম্পদ শোষনের হাতিয়ার রূপে ব্যবহৃত হয়। একই সময়ে সরকারের এসকল সাহায্য সেবা বর্তমান অসৎ সামাজিক রীতি নীতির জন্ম দিচ্ছে।

সম্ভবতঃ বেসরকারী সংগঠনসমূহ সরকারের চাইতে দক্ষতার সাথে বাংলাদেশের গরীব মানুষদের একটি ক্ষুদ্র অংশের কাছে কল্যানমূলক সেবা পৌঁছে দিতে সক্ষম। কিন্তু শেষ পর্যন্ত বাংলাদেশের গরীব মানুষেরা সাহায্য গ্রহনের চেয়ে আত্মনির্ভরশীল হতে চেষ্টা করলেই লাভবান হবেন বেশী। ভূমিহীন দলগুলি নিজেরাই নিজেদের চাহিদা অনুযায়ী সেবার (সার্ভিসেস্) ব্যবস্থা করতে পারেন। এসব সেবা সমূহ ভূমিহীন দলের সদস্যগণ অর্থের বিনিময়ে ভোগ করবেন এবং ভূমিহীন দলের সেবার মান সরকারী সেবার চাইতে উন্নত মানের হবে।

পুনর্গঠন কাজের অহংকার

ভূমিহীন দলগুলোর সেবা (সার্ভিসেস), অর্থনৈতিক ও সামাজিক উদ্যোগ সমূহের (এন্টারপ্রাইজ) বিশ্বস্ততা বজায় রাখতে হবে। এবং এক্ষেত্রে ব্র্যাককে উৎসাহ যোগাতে হবে। এ ধরনের উৎসাহের ফল ইতিমধ্যেই ফলতে শুরু করেছে। যেমন সেচ প্রকল্পে জমির মালিকেরা ভূমিহীনদের ব্যবস্থাপনার অধীনে সেচের পানি পেতে চায়। যদি ভূমিহীন দল উপানুষ্ঠানিক প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ব্যবস্থাপনা গ্রহন করে নিজেদের খরচে চালায় তাহলে তাও অবস্থাপন্ন লোকদের আকৃষ্ট করবে, যখন তারা বুঝতে পারবে যে সরকারী বিদ্যালয় অপেক্ষা এসব বিদ্যালয়ে ভাল লেখা পড়া হয়। ভূমিহীন দল কর্তৃক ইজারা নেয়া বাজার পরিদর্শন করে আমি দেখেছি, ভূমিহীনদের একটা সুনাম রয়েছে যে তারা সৎ এবং অতিরিক্ত টোল আদায় করে না। এমনও হতে পারে, ভূমিহীন দলগুলো যে সকল বাজারের পরিচালনা ভার নেবে সেগুলো অন্যান্য বাজারের চাইতে আলাদা ধরনের হবে। কেননা সেগুলো হবে পরিচ্ছন্ন, দোকান ঘর উন্নত পরিকল্পনা মাফিক এবং আকর্ষনীয়।

অবশ্যই ব্র্যাক কর্তৃক ভূমিহীন দলগুলোকে ক্ষমতার অংশীদার করায় দ্বিমুখী কৌশলের অনেক বিকল্প রয়েছে। কিন্তু তার কোনটাই বাংলাদেশের দীর্ঘমেয়াদী উন্নয়ন প্রচেষ্টায় সমান অবদান রাখতে সমর্থ হবেনা। এ অবস্থা থেকে আমি এখন ব্র্যাকের কয়েকটি কর্মসূচীর উপর মন্তব্য করছি।

ব্র্যাকের দুন কর্মসূচীগুলোর পর্যালোচনা

ভূমিহীনদের ক্ষমতার অংশীদার করার কৌশল অনুযায়ী প্রত্যেকটি কর্মসূচী পর্যালোচনা করা হয়। এবং পর্যালোচনার ভিত্তিতে নিম্নে মতবাদ দেয়া হল।

পল্লী উন্নয়ন কর্মসূচী। ভূমিহীনদের ক্ষমতাবান করার প্রক্রিয়ায় প্রধান কর্মসূচী

পল্লীর গরীব মানুষদের ক্ষমতার অংশীদার করার লক্ষে সাংগঠনিক ভাবে ভিন্ন, ব্র্যাকের দু'টি শাখা কাজ করছে। যথা: পল্লী উন্নয়ন কর্মসূচী (আর.ডি.পি) এবং সমন্বিত পল্লী উন্নয়ন কর্মসূচী (আই.আর.পি)। উভয় শাখা প্রায়শ দরিদ্র মানুষদের ক্ষমতার অংশীদার করার চেষ্টা করছে। যাতে ভূমিহীনদলগুলো সম্পদের উপর নিয়ন্ত্রন প্রতিষ্ঠা করতে পারে এবং সম্পদের সদ্ব্যবহার করতে পারে। ভূমিহীন সংগঠনগুলো ন্যায্য মজুরী আদায়ের জন্যে সরকারের উপর চাপ সৃষ্টি করছে। তাদের হাতের কাছের সম্পদ এবং কারিগরী উপকরণের সার্বিক ব্যবহার করছে। ভূমিহীনদের পেশাগত দক্ষতা, সাংগঠনিক ক্ষমতা এবং নিজেদের মধ্যে সংহতি আরও বাড়াতে হবে। লক্ষ্যসমূহ অর্জন করতে সহায়তা করাই আর.ডি.পি ও আই.আর.পি -র প্রধান কাজ। বাইরে কি কি সম্পদ আছে তা চিহ্নিত করতে এবং তার সুযোগ গ্রহণ করতে তারা ভূমিহীনদের সহায়তা করছে। বর্তমানে তারা (আর.ডি.পি ও আই.আর.পি) স্বল্প সুদে ঋণ সুবিধা কারী এবং উচ্চাভিলাষী যৌথ প্রকল্পে ঋণ সুবিধা প্রদান করছে।

যদিও প্রকল্প দু'টি ঐতিহাসিক কারণে ভিন্ন কিন্তু তাদের উদ্দেশ্য এক। উভয়ে একই ধারায় কাজ করছে এবং উভয়েরই একই ধরনের সামাজিক ও কারিগরী দক্ষতা প্রয়োজন। সময়ের সাথে সাথে তাদের আলাদা ব্যবস্থাপনার অধীনে পরিচালিত হওয়ার প্রয়োজন ফুরিয়ে যেতে পারে।

আমার মতে এ প্রকল্প দুটি ব্র্যাকের মূল প্রকল্প হিসাবে চালু থাকা উচিত তবে নিম্নলিখিত বিষয়ে অধিকতর মনোযোগ আবশ্যক :

১। উপজেলা পর্যায়ে ভূমিহীন সংগঠনগুলোর ফেডারেশন তৈরী করা। এসব ফেডারেশন সুনিয়ন্ত্রিত হবে এবং ব্র্যাক কর্মীদের কাছ থেকে বেশী তদারকি দরকার পড়বেনা। বর্তমানে ব্র্যাক কর্মীরা ভূমিহীন সংগঠনগুলোর দেখাশুনা করছেন। পরবর্তী সময়ে ফেডারেশনগুলো এ দায়িত্ব গ্রহন করবে। বড় ধরনের সমবায় গঠন, বৃহৎ প্রকল্পে হাত দেয়া, উপজেলায় প্রাপ্ত সেবা সমূহ ভূমিহীনদের কাজে লাগানো এবং অন্যান্য সম্পদ আহরনে ভূমিহীনদের প্রতিনিধিত্ব প্রভৃতি কাজ করে ফেডারেশন ভূমিহীন সংগঠনগুলোকে সহায়তা করবে।

এ ধরনের ফেডারেশন তৈরীর জন্যে ব্র্যাককে কৌশল নির্ধারন করতে হবে এবং যথাযথ কাঠামো ও কার্যপ্রনালী তৈরী করতে হবে। এমন কৌশল গ্রহণ করতে হবে যাতে ব্র্যাক বর্তমান অবস্থা থেকে ধাপে ধাপে তার ভূমিহীন দলগুলোর উপর নিবিড় তদারকী প্রত্যাহার করতে পারে। একই সঙ্গে ভূমিহীন সংগঠনের নেতারা যাতে সদস্যদের কাছে জবাবদিহি করে সে ব্যবস্থা করতে হবে। ভূমিহীনদের স্বাধীনভাবে সংগঠন চালাতে এবং ব্যবস্থাপনার দক্ষতা বৃদ্ধি কল্পে ব্র্যাকের তদারকী কমিয়ে দিয়ে ঝুঁকি নিতে হবে। ব্যর্থতা আসতে পারে, তবে লক্ষ অর্জনের জন্যে এ ঝুঁকি নিতেই হবে।

২। ভূমিহীনদের সংগঠিত করার কাজে যেসব এন.জি.ও নিয়োজিত আছে তাদের সাথে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রক্ষা করতে হবে। একটা উপজেলায় যত ভূমিহীন সংগঠন আছে উপজেলা ফেডারেশন তাদের সবার প্রতিনিধিত্ব করবে। যদিও সংগঠনগুলো ভিন্ন ভিন্ন এনজিও দ্বারা সংগঠিত হয়ে থাকে। এ ধরনের ফেডারেশনগুলো কোন এন.জি.ও-র আওতায় না থেকে ভূমিহীন সংগঠনের আওতায় থাকবে। ~~এন.জি.ও এর আওতায় নয়~~ এবং ফেডারেশনগুলো স্বাধীনভাবে যে কোন এন.জি.ও বা সংস্থা থেকে সহায়তা চাইতে পারবে। এলক্ষ অর্জন করতে হলে এন.জি.ও গুলোর পিতৃসুলভ আচরণ পরিত্যাগ করতে হবে। কেননা অনেক এন জি ও চায়না তার শাবকেরা (ভূমিহীন সংগঠন) বাসা ছেড়ে উড়ে গিয়ে নতুন সম্পর্ক স্থাপন করুক কিংবা নতুন সুযোগ সুবিধা খুঁজে বের করুক। এ ধরনের সহযোগিতা এন জি ও গুলো উপজেলা পর্যায়ে শুরু করতে পারে এবং এভাবে বৃহত্তর জাতীয় কৌশল গ্রহনের ভিত্তি তৈরী হতে পারে।

৩। বাংলাদেশের সকল ভূমিহীনদের সংগঠিত হতে সহায়তা করা। সরাসরি হস্তক্ষেপ ছাড়াও ব্র্যাক সারা দেশে ভূমিহীন সংগঠন গড়ে তুলতে প্রভাব বিস্তার করতে পারে। ব্র্যাক ও অন্যান্য এন জি ও-কে তাদের নিজস্ব অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে এ ধরনের পদক্ষেপ নিতে হবে। তবে লক্ষ্য রাখতে হবে ভূমিহীন সংগঠনগুলো যেন অধিক মাত্রায় এন.জি.ও সহায়তা এবং তদারকীর উপর নির্ভরশীল হয়ে না পড়ে। ভূমিহীনরা যাতে নিজেরাই সংগঠিত হয় কিংবা একটি দল আরেকটি দল গঠন করে সে ব্যাপারে বেশী জোর দিতে হবে। সবচেয়ে ভাল হয় যদি ভূমিহীনরাই সংগঠিত হওয়ার আন্দোলন শুরু করে এবং ব্র্যাকসহ অন্যান্য এন জি ও তাতে সমর্থন যোগায়।

৪। বর্তমান ঋণদান পদ্ধতি ব্র্যাক কর্মীদের তদারকিতেই চলছে, ফলে কর্মসূচী সম্প্রসারণ করা কঠিন হয়ে পড়েছে। ঋণদান ব্যবস্থার আরও বিশ্লেষণ ও কাঠামোগত পরিবর্তনের প্রয়োজন রয়েছে। ঋণ ব্যবস্থাপনায় ব্র্যাক কর্মীরাই প্রধান ভূমিকা পালন করে থাকে, যদিও বলা হয়ে থাকে যে ঋণ বন্টনের দায়িত্ব গ্রাম সংগঠনকে দেয়া হয়েছে। আসলে প্রতিটি ব্যক্তিগত ঋণ দেয়ার কাজে গ্রহীতা বাছাই ও অন্যান্য কাজ ব্র্যাক কর্মীরাই করে থাকে।

সম্ভবতঃ গ্রাম সংগঠনগুলো পরিপক্ক হলে এ দায়িত্ব ব্র্যাক কর্মীর কাছ থেকে তারা নিয়ে নেবে। এক্ষেত্রে ভূমিহীন সংগঠনকে ব্যক্তিগত ঋণ ব্যবস্থাপনার পূর্ণ দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে। সংগঠনগুলো সমিতি হিসাবে ব্র্যাক অথবা স্থানীয় ব্যাংক থেকে অর্থ নিয়ে ক্ষুদ্র ঋণ দান প্রকল্পে যোগান দেবে। ব্র্যাক শুধু মাত্র ব্যবস্থাপনা ও হিসাব রক্ষনের বিষয়টি লক্ষ রাখবে। বড় প্রকল্পের বেলায় সমিতি তার পুঁজি নিজস্ব সম্পদ (ইক্যুইটি) হিসাবে বিনিয়োগ করতে পারে।

একাধিক সমিতির সম্মিলিত উদ্যোগে যে সব বড় ধরনের প্রকল্প হাতে নেয়া হবে তাতে বাণিজ্যিক ব্যাংক থেকে অর্থ যোগান পাওয়া যেতে পারে। এই ব্যাংকগুলোর সাথে যাতে সমিতির প্রয়োজনীয় সুসম্পর্ক গড়ে উঠে সে দিকে দৃষ্টি দিতে হবে। যদি ব্যাংকগুলোর মধ্যে এ বিষয়ে আগ্রহ সৃষ্টি করা না যায় তবে ব্র্যাক সহযোগী সংস্থা হিসাবে তার নিজস্ব ব্যাংক চালু করতে পারে।

৫। ব্র্যাক কেন্দ্রগুলোর (আর.ডি.পি) ভূমিকার প্রতি নতুন করে দৃষ্টি দিতে হবে। যখনই উপজেলা ফেডারেশন তৈরী হয়ে যাবে, তখন ধরে নেয়া যায় এসব কেন্দ্র বন্ধ করে দিতে হবে, না হয় ভূমিকা পুনঃ নির্ধারণ করতে হবে। তাদের উপজেলা ফেডারেশন এর ব্যবস্থাপনার অধীনে ন্যস্ত করতে হবে। অথবা কেন্দ্রগুলো পারিশ্রমিকের বিনিময়ে বৃহৎ প্রকল্পগুলোতে কারিগরী উপদেষ্টা সার্ভিস প্রদান করবে কিংবা বিনিয়োগে নিজস্ব পুঁজি (ইক্যুইটি) যোগানে অংশীদার হবে। যদি ব্র্যাক নিজস্ব ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করে তখন কেন্দ্রগুলো তার শাখা হিসাবে কাজ করতে পারে।

রুরাল এন্টারপ্রাইজ প্রোগ্রাম

ভূমিহীন দলগুলোর সাংগঠনিক ভিত্তি তৈরী করা এবং সামাজিক ক্ষমতার অংশীদার করাই পল্লী উন্নয়ন কর্মসূচীর লক্ষ্য। ভূমিহীন পরিবারগুলো যাতে নিজেদের শ্রম ও বিনিয়োগ দ্বারা দক্ষতার সাথে সম্পদ সৃষ্টি করতে পারে, সে উদ্দেশ্যেই রুরাল এন্টারপ্রাইজ প্রকল্প হাতে নেয়া হয়েছে। এ প্রকল্প নানা প্রকার বিপনন ও অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ করে বিভিন্ন ব্র্যাক স্কীম কারিগরী দক্ষতা প্রদান করে থাকে। এ সকল তৎপরতাকে এখন বলা হচ্ছে প্রকল্প এবং এর স্থায়িত্বকাল হচ্ছে ৩ বছর, যদিও এর প্রয়োজনীয়তা রয়েছে অনেক বেশী সময়ের জন্যে। দীর্ঘ মেয়াদী মূল তৎপরতা হিসাবে এর নামকরণ করতে হবে এবং এর উন্নয়নের জন্য কৌশল নির্ধারণ করতে হবে। বর্তমানে ফোর্ড ফাউন্ডেশনের প্রদত্ত অনুদানের বাইরে অর্থের সংস্থান করতে হবে।

আমার মতে এ প্রচেষ্টা আর.ডি.পি-র পরেই দ্বিতীয় অগ্রাধিকার পাওয়া উচিত। বাংলাদেশ পরিস্থিতিতে পরনির্ভরতা এবং বঞ্চনার চক্র ভাঙার প্রধান শর্ত হচ্ছে একটা সজীব অর্থনৈতিক ভিত্তি তৈরী করা যার নিয়ন্ত্রণ এবং ব্যবস্থাপনা থাকবে গরীব মানুষের হাতে। গ্রামীণ সম্পদের সম্ভাবনাকে এমন ভাবে কাজে লাগাতে হবে যাতে সম্পদের মালিকানা ও নিয়ন্ত্রন সবার জন্য বন্টন করা যায়। 'রেপ' এ বিষয়ে কাজটুকু করতে ভবিষ্যতে নিয়োজিত থাকবে। সমস্যা হল রুরাল এন্টারপ্রাইজ প্রকল্পকে ঝুঁকি গ্রহণ করতে হবে। এর সামনে অনুসরণ করার মত মডেল কম এবং এমন কোন নিশ্চয়তা নেই যে এর প্রচেষ্টা সফল বলে প্রমানিত হবে। অথচ এখানে সাফল্য খুবই দরকার। যদি ব্র্যাক এ চ্যালেঞ্জ গ্রহণ না করে অন্য কেউ অবশ্যই তা গ্রহণ করবে।

এমনকি সরকার কিছু লোককে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে সুবিধা প্রদানের জন্যে এ ধরনের উদ্যোগ নিতে পারে। বাংলাদেশে খুব কম সংস্থা আছে যাদের ব্লাকের মত ব্যবস্থাপনা এবং উদ্যোগ গ্রহনের ক্ষমতা আছে। আমার মতে নিম্ন লিখিত বিষয়গুলো 'রেপ'-এর মূল লক্ষ্য হওয়া উচিত।

১। অল্প কয়েকটি প্রধান পন্য ও সেবা চিহ্নিত করে তার উপর মনোনিবেশ করতে হবে। যাতে ক্ষুদ্র উদ্যোক্তারা এসব পন্য ও সেবা উৎপাদন করতে পারে এবং জাতীয় পর্যায়ে তার উন্নয়নের সুযোগ থাকে। আরও দেখতে হবে ভারতের Amul DAIRY MODEL এর মত সমবায় গঠন করা যায় কিনা।

২। যেসব ক্ষেত্রগুলো সম্ভাবনাময় বলে চিহ্নিত হয় সেগুলোর সম্ভাব্যতা যাচাই, বাজার জরীপ, শিল্প সমীক্ষা, নীতি বিশ্লেষণ এবং প্রয়োজনে পাইলট স্কীম শুরু করা প্রভৃতি করতে হবে।

৩। উপরিলিখিত বিষয়গুলো নিশ্চিত হলে 'রেপ' কে প্রকল্প গ্রহনের জন্যে পদক্ষেপ নিতে হবে। যতদূর সম্ভব ভূমিহীন দলগুলোকে প্রকল্পের জন্যে অর্থের যোগান দিতে হবে এবং 'রেপ' প্রয়োজনীয় কারিগরী, ব্যবস্থাপনা ও ঋণ সহযোগিতা দেবে। সুযোগ থাকলে 'রেপ' এর পৃষ্ঠপোষকতায় AMUL DAIRY MODEL অনুকরণে সমবায় গঠন করতে হবে। তবে লক্ষ্য রাখতে হবে প্রকল্পটি যেন ভূমিহীনদের ব্যবস্থাপনায় চলতে পারে।

৪। পল্লী ব্যবস্থাপকদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্যে 'রেপ' আর, ডি, পি সেন্টারগুলোর সাথে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রক্ষা করতে পারে। আর, ডি, পি কেন্দ্রগুলো 'রেপ' এর সাথে কাজ করে প্রকল্পগুলোর জন্যে ব্যবস্থাপক তৈরী করবে। টার্ক -এর সেন্টারগুলোর সাথে আর, ডি, পি-র যে রকম সম্পর্ক রয়েছে 'রেপ'-এর সাথে আর, ডি, পি এর ঠিক তেমনি সম্পর্ক থাকা উচিত।

উপানুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষা

উপানুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষা উদ্যোগের কতকগুলো বিশেষ বৈশিষ্ট রয়েছে। পল্লী বাংলার পট পরিবর্তনে এ কর্মসূচী দীর্ঘমেয়াদী অনুকূল অবদান রাখবে। এ উদ্যোগ দেখিয়ে দিয়েছে যে পল্লীর দরিদ্র মানুষ তার সন্তানদের শিক্ষার ব্যাপারে যথেষ্ট আগ্রহী যখন দেখা যায় শিক্ষা তার প্রয়োজন ও পরিবেশের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। আমি এ ভেবে চিন্তিত যে এ কর্মসূচীর দ্রুত সম্প্রসারণ ঘটছে, এটি ব্যাপকভাবে ভর্তুকি নির্ভর, কেন্দ্রিয় ভাবে নিয়ন্ত্রিত এবং এর স্থায়িত্বকাল কম। এই কর্মসূচীর প্রয়োজনীয়তা ঠিকই আছে কিন্তু সুফল পেতে অনেক বিলম্ব হবে। তাই কর্মসূচী সম্প্রসারণ করার জন্যে তাগিদ স্পষ্ট নয়। অনেক বিদ্যালয় খোলা হতে পারে এবং শেষ পর্যন্ত অব্যাহত অর্থযোগান এবং প্রশিক্ষণ ও তত্ত্বাবধানের অভাবে কর্মসূচী ব্যাহত হতে পারে। যা অর্জিত হবে তা ধরে রাখা খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

ব্লাকের উন্নয়ন কৌশলের নীতিমালা অনুযায়ী উপানুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষা কর্মসূচীতে গ্রামবাসী কর্তৃক অংশগ্রহন এবং ব্যবস্থাপনার ভার নিতে হবে। এ ধরনের দীর্ঘমেয়াদী পদক্ষেপ কর্মসূচী সম্প্রসারনের পথে কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ বাধা কাটিয়ে উঠবে এবং ব্লাকের পর থেকে আর্থিক ও তদারকি দায়িত্ব কমিয়ে দেবে।

একই সময়ে ভূমিহীন সমিতিগুলোকে একটা নতুন উৎসাহ প্রদান করবে। যদি কোন গ্রাম সংগঠন উপানুষ্ঠানিক প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা, পরিচালনা এবং অর্থ যোগাতে সক্ষম হয় তাহলে ধরে নিতে হবে উক্ত সমিতি পরিপক্কতা অর্জন করেছে এবং তার আর্থিক সজীবতা বাড়ছে। যে সব সমিতি এ উদ্যোগ গ্রহণ করবে তাদের এ চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করতে হবে যে তাদের বিদ্যালয়ের লেখাপড়ার মান খুব ভাল হবে এবং অবস্থাপন্ন লোকেরা এ কারনে তাদের ছেলেমেয়ে উপানুষ্ঠানিক বিদ্যালয়ে পাঠাবে। এসব বিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত অবস্থাপন্ন পরিবারের সন্তানদের দরিদ্র পরিবারের সন্তান অপেক্ষা বেশী টাকা দিতে হবে।

পরবর্তী সময়ে যখন ব্র্যাক বিদ্যালয় খোলার অনুরোধ পাবে তখন তাকে দেখতে হবে, খরচ কত পড়ে। গ্রামবাসীদের কতিপয় দায়িত্বের ভার নিতে হবে। তাদের অবশ্যই বিদ্যালয় কমিটি গঠন করতে হবে এবং প্রশিক্ষণের খরচ বহন করতে হবে। যদি কোন শিক্ষক চলে যায় তাহলে তার স্থলাভিষিক্ত যে হবে তার জন্যও একই পরিমান প্রশিক্ষণ ব্যয় বহন করতে হবে। গ্রামবাসীদের অবশ্যই শিক্ষকের বেতন বহন করতে হবে এবং বই-এর খরচও কিছুটা বহন করতে হবে। যদি স্থানিয় সরকারের পক্ষ থেকে ব্র্যাকের নিকট বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠান অনুরোধ আসে তাহলে উক্ত বিদ্যালয়ের ব্যয় ভার স্থানীয় সরকারের বাজেট থেকে বহন করতে হবে। এবং স্থানীয় ভাবে যথাযথ ভূমিহীন প্রতিনিধিত্ব সহকারে একটি ব্যবস্থাপনা কমিটি থাকতে হবে।

প্রাথমিক পর্যায়ে ব্র্যাককে অবশ্যই প্রশিক্ষণ ও বই এর জন্য কিছু ভর্তুকি দিতে হবে। তত্ত্বাবধান গ্রামবাসীকে করতে হবে। ব্র্যাক অবশ্যই মাঝে মাঝে পরিদর্শন করে খুটিনাটি বিষয়গুলো পরীক্ষা করে দেখবে। বিদ্যালয় কমিটি ও শিক্ষকদের জন্যে রিফ্রেশারের আয়োজন করতে হবে।

মাতৃ ও শিশুস্বাস্থ্য কর্মসূচী (সি, এস, পি)

দু'টি স্বল্প মেয়াদী প্রকল্প নিয়ে মাতৃ ও শিশু স্বাস্থ্য কর্মসূচী গঠিত। নির্দিষ্ট গ্রামগুলোতে এ কর্মসূচী ২ বছর ধরে চলবে। কর্মতৎপরতার মধ্যে রয়েছে মুখে খাওয়ার স্যালাইন তৈরী ও খাওয়ানোর ব্যাপারে প্রশিক্ষণ এবং উদ্বুদ্ধকরণ। জনগণকে মুখে খাওয়ার স্যালাইন তৈরী শেখাতে ব্র্যাকের সাফল্য, তাকে ব্যাপক ভিত্তিতে স্বাস্থ্য কর্মসূচী হাতে নিতে উৎসাহিত করেছে। তবুও অন্যান্য তৎপরতাগুলো ব্র্যাক কর্মীর ভূমিকার উপর দারুনভাবে নির্ভরশীল। এসব স্বল্প স্থায়ী সাফল্য ধরে রাখতে হলে সরকারী সমর্থন প্রয়োজন। প্রকল্প প্রস্তাবে ধরে নেয়া হয়েছে যে পরবর্তী সময়ে সরকারী স্বাস্থ্য সেবা কর্মীদের থেকে সমর্থন পাওয়া যাবে। এটা স্পষ্ট নয় কিভাবে ব্র্যাকের অস্থায়ী হস্তক্ষেপ প্রাথমিক অবস্থার পরিবর্তন ঘটাবে।

কর্মী সংখ্যা, বাজেট বরাদ্দ এবং গবেষণা ও মূল্যায়ন বিভাগের সমর্থন নিয়ে শিশু ও মাতৃস্বাস্থ্য কর্মসূচী হচ্ছে ব্র্যাকের একক বৃহত্তম কর্মতৎপরতা। তথাপি ব্র্যাক যে উন্নয়ন কৌশলের নীতির কথা বলছে, সেদিক থেকে বিচার করলে সি এস পি যে কাজ করছে তা গরীব মানুষদের ক্ষমতায় অংশীদার করার প্রচেষ্টা ও বাংলাদেশের উন্নয়নে স্থায়ী কোন অবদান খুব কমই রাখছে বলে মনে হয়।

আমার সুপারিশ হচ্ছে যখন সি, এস, পি দু'টি প্রকল্পের কাজ শেষ হয়ে যাবে তখন স্বাস্থ্য খাতে ব্র্যাকের তৎপরতা ব্যাপকভাবে কমিয়ে আনা। প্রচার মাধ্যমগুলো দ্বারা মুখে খাওয়ার স্যালাইন গ্রহনের হার বাড়ানোর চেষ্টা চালিয়ে ব্র্যাক স্বাস্থ্য সেক্টরে তার উপস্থিতি বজায় রাখতে পারে। এভাবে পূর্বে যে সাফল্যটুকু অর্জিত হয়েছে তা ধরে রাখা যাবে এবং আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত এ কর্মসূচীর সাথে সংযুক্ত থাকার ফলে জাতীয় নীতি নির্ধারকদের মনে ব্র্যাকের নাম থাকবে।

পরিপক্ক দলগুলোকে স্বাস্থ্য কর্মসূচী গ্রহণ করতে ব্র্যাক উৎসাহ যোগাতে পারে। এধরনের কর্মসূচী ভূমিহীনদের চাহিদা অনুযায়ী হতে হবে এবং ব্যবস্থাপনা ও ব্যয়ভার ভূমিহীন সংগঠনকেই বহন করতে হবে। এ ভাবে ব্র্যাক স্বাস্থ্য সেক্টরে নিজের তৎপরতা অব্যাহত রাখতে পারে

কর্মসূচী অগ্রাধিকার সম্পর্কে বক্তব্য

বিগত বছরগুলোতে ব্র্যাকের উন্নয়ন কৌশলের প্রধান স্তম্ভ হচ্ছে পল্লী উন্নয়ন কর্মসূচী এবং ভবিষ্যতে তাই থাকা উচিত। অপেক্ষাকৃত নতুন ৩টি কর্মসূচীর মধ্যে সম্পদ বরাদ্দের পরিমান তাদের অগ্রাধিকার নির্দেশ করছে। যেমন :- ১। সি, এস, পি, ২। উপানুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষা কর্মসূচী ৩। রুরাল এন্টার প্রাইজ প্রোগ্রাম এবং এগুলোর উদ্দেশ্য ব্যাপক। তথাপি ব্র্যাকের গরীব মানুষদের ক্ষমতার অংশীদার করার দ্বিমুখী কৌশলের নিরিখে ক্রমধারা (অর্ডার) ঠিক উল্টো হওয়া উচিত।

ব্র্যাকের সহযোগী প্রকল্পগুলোর পর্যালোচনা

ব্র্যাক দু'টি প্রধান সহায়তা দানকারী কর্মসূচী চালু রেখেছে যা মূল কর্মসূচীগুলোকে সহায়তা যোগায়।

প্রশিক্ষণ কেন্দ্রসমূহ

ব্র্যাকের প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলোতে রয়েছে মানবিক বিষয় প্রশিক্ষণ দক্ষতা এবং হাঁস-মুরগী পালন পশুপালন এবং সেচ ব্যবস্থাপনার মত কারিগরী বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেয়ার সামর্থ। এ কেন্দ্রগুলো ক্ষুদ্র কৃষি গবেষণা ও প্রদর্শনী ক্ষেত্র হিসাবেও কাজ করে। এগুলো ব্র্যাকের প্রধান প্রাতিষ্ঠানিক সম্পদ। তাদের সেবা যথেষ্ট উচুঁদরের এবং নিজস্ব আয় থেকে ব্যয় ভার বহন করা হয়। আর, ডি, পি, এর পরিকল্পনা বাস্তবায়নে তাদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। ভূমিহীন সমিতি ও ফেডারেশনগুলোকে সেবা প্রদানের উদ্দেশ্যে এগুলো স্থায়ী প্রতিষ্ঠান হিসাবে থাকা উচিত।

অন্যান্য ব্র্যাক কর্মসূচীগুলোকে সহায়তা দানের ব্যাপারে তাদের বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। এ পটভূমিতে আমি কতিপয় সুনির্দিষ্ট পর্যবেক্ষণ ও সুপারিশ করছি :

১। ভূমিহীন দলগুলোকে সচেতনতা বৃদ্ধি, ব্যবহারিক শিক্ষা এবং সংগঠন এসব ছাড়াও প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলি আয় বৃদ্ধির কাজে ব্যবস্থাপনা ও কারিগরী দক্ষতা বৃদ্ধিতে মনোনিবেশ করছে। ভূমিহীন দলগুলোর প্রাথমিক অবস্থায় সনাতন অর্থনৈতিক তৎপরতা বৃদ্ধিতে এ ধরনের প্রশিক্ষণ সঠিক ছিল। কিন্তু বাস্তব ঘটনা হচ্ছে ৮০–৯০% ভূমিহীন এখনও সমিতি করার সুফল পায়নি – একথা ভুললে চলবেনা। এ সকল চাহিদা পূরণের মত সামর্থ্য প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলোর রয়েছে এবং আর, ডি, পি -এর বাঞ্ছিত সম্প্রসারনে টার্ক এর সহায়তায় প্রয়োজন অতীতের মত ভবিষ্যতেও রয়ে যাবে। ভূমিহীনরা যাতে নিজেরাই সংগঠিত হতে পারে সে ব্যাপারে যদি ব্র্যাক উৎসাহ যোগায় তাহলে সম্ভাব্য সুসংগঠিত স্বনির্ভর সমিতিগুলোর জন্য জন্য প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলোকে নতুন প্রশিক্ষণ মডিউল তৈরী করতে হবে।

২। এটা লক্ষ্য করা গেছে যে সরকার তার নতুন পল্লী উন্নয়ন কর্মসূচী পরিচালনার জন্যে তাঁর কর্মচারীদের প্রশিক্ষাদানের দায়িত্ব ব্র্যাককে গ্রহণের জন্যে বলছে। এটা ব্র্যাকের মূল্যবান সম্পদ অপচয়ের সামিল হতে পারে। ব্র্যাক কর্মীর মত কাজের দায়িত্ব যদি সরকারী কর্মীদের দেয়া হয় তাহলে তারা যখন তাঁদের বর্তমান কাঠামোতে ফিরে যাবে তখন নিশ্চিত ভাবে দেখা যাবে যে তারা ব্যর্থ হয়েছে। ফলে বর্তমান সরকারী প্রচেষ্টা সফল এন.জি.ও কর্মসূচীর বিকল্প না হওয়াই বড় কথা। আমার মতে পরীক্ষামূলক ভিত্তিতে ব্র্যাক একটা নির্দিষ্ট এলাকায় সরকারী কর্মীদের প্রশিক্ষণ প্রদান করুক এবং প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সরকারী কর্মীদের কর্মতৎপরতার সাথে মূল্যায়ন করা হোক। যদি সরকারী কর্মী ও কাঠামো পরীক্ষামূলক পর্যায়ে কার্যকরী বলে প্রমানিত হয় কেবল তখনই ব্র্যাক প্রশিক্ষণে সমর্থন যোগাতে পারে। তা না হলে ব্র্যাকের উচিত হবে সুসংগঠিত ভূমিহীন দলগুলোকে প্রশিক্ষণ সহযোগিতা দেয়া। এটা এমন ভাবে করতে হবে যেন সরকারী কর্মসূচী এ কাজের সহায়ক হয়। কিন্তু সাংগঠনিক এবং ব্যবস্থাপনা কৌশলের কাজটুকু সরকারী কার্যক্রমের উপর ছেড়ে দেয়া যাবেনা।

৩। টার্ককে ক্ষুদ্র ধরনের কৃষি গবেষণা ও প্রদর্শনী কেন্দ্র হিসাবেও গড়ে তোলা যেতে পারে। এদিক থেকে সাভার টার্কের অবস্থা দেখে আমি কিছুটা হতাশ হয়েছি। টার্ককে এসব ভূমিকা পালন করতে হলে তাকে নিবিড় সমন্বিত ক্ষুদ্র উৎপাদন ব্যবস্থা চালু করতে হবে। এবং উৎপাদনের প্রযুক্তি এমনভাবে নির্বাচন করতে হবে যেন ছোট চাষী এ প্রযুক্তি ক্রয় করতে পারে। কৃষি গবেষণা ও প্রদর্শনী কেন্দ্রের দায়িত্ব একজন ক্ষুদ্র চাষী গবেষকের হাতে দিতে হবে।

পণ্য মাথায় নিয়ে দুয়ারে দুয়ারে ঘুরে যারা ব্যবসা করে, অন্যান্য ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী ও উৎপাদনকারীদের নিজ নিজ পেশায় উদ্যোক্তা হিসাবে ক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে একটি পরিকল্পনা আমি দেখতে পাই। এখানে দেখতে হবে কোন উপায়ান্তর না দেখে যারা ব্যবসা করতে এসেছে এবং যারা শুধু আর্থিক স্বচ্ছলতার জন্যে ব্যবসায় এসেছে উভয়কে যেন এক না করে ফেলি। দুটি বিষয় সম্পূর্ণ ভিন্ন। তাদের ভিন্ন সম্ভাবনা রয়েছে এবং আলাদা ভাবে প্রশিক্ষণ দিয়ে তাদের সমর্থন যোগাতে হবে।

গবেষণা ও মূল্যায়ন শাখা

ব্র্যাক কর্মতৎপরতার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসাবে রিসার্চ এন্ড ইভালিউশন ডিভিশন (রেড) কতটা অবদান রাখতে পারে, এখনও তা যাচাই করে দেখা হয়নি। তার সুনির্দিষ্ট ভূমিকা এখনও কিছুটা অস্পষ্ট। বর্তমানে 'রেড' বিভিন্ন শাখা থেকে বিভিন্ন বিষয়ে গবেষণার জন্যে অসংলগ্ন অনুরোধ পেয়ে থাকে। এর কিছু কিছু কাজ উন্নয়নের সহায়ক হতে পারে। অন্যগুলো কাজে নাও লাগতে পারে। এর ভূমিকা আরও স্পষ্ট করার জন্যে পদক্ষেপ নেয়া হলে এর নামকরণ করতে হবে Learning Centre Support Service

নিজস্ব পরামর্শদাতা হিসাবে, রেড অধিকতর কার্যকর ভূমিকা পালন করতে পারে। তখন সে কর্মসূচী প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের মাধ্যমে শিক্ষণ কৌশলের কাজে সমর্থন যোগাতে পারবে। এ কাজে কর্মসূচীর উদ্দেশ্য নির্ধারণ, বর্তমান কার্যকারিতা যাচাই, দক্ষতা ও বাস্তবায়ন ক্ষমতা এবং নতুন অর্জনে কৌশল গ্রহণ প্রভৃতি কাজে সমর্থন যোগাতে পারবে। এভাবে 'রেড' জটিল শিক্ষণ প্রয়োজনীয়তা এবং পাইলট প্রকল্প গ্রহণে সহায়তা করবে।

আমি আশা করি আমার পরবর্তী পরিদর্শনের সময় 'রেড' -এর ব্যাপারে অধিকতর মনোযোগ দিতে পারবো।

কৌশলগত ধারণাগুলোকে ক্রমানুযায়ী সাজানো

এখানে কিছু সহজ ধারণা দেয়া গেল। এগুলো ভূমিহীন সমিতি এবং ফেডারেশনগুলোর বিভিন্ন পর্যায় সম্পর্কে ভাবনার খোরাক যোগাবে। এবং আর.ডি.পি ও আর.ই.পি -এর মধ্যে সম্পর্ক নির্দেশ করবে।

আর.ডি.পি

আর.ডি.পি ভূমিহীন সমিতিগুলোর মূল প্রস্তুতির কাজ করে দেয়, এর মধ্যে রয়েছে সচেতনতা বৃদ্ধি, ব্যবহারিক শিক্ষা, সংগঠন এবং আয় বৃদ্ধি। এর কার্যক্রমকে আমি একটি আনুভূমিক বিকাশ বলে চিহ্নিত করব। যেহেতু এটা একটি নির্দিষ্ট এলাকার ভূমিহীনদের অনেকগুলো কর্মসূচীতে জড়িত করে। ভূমিহীনদের কাজের মধ্যে নিম্ন মানের দক্ষতা ও নেতৃত্বের ভূমিকা রয়েছে। একটি সমিতির অধিকাংশ তৎপরতা একটি মাত্র ব্যবস্থাপনা কমিটি দ্বারা সম্পাদন করা হয়। সমিতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আয় বৃদ্ধিকারী প্রকল্প গ্রহণ করে থাকে। এ ধরনের প্রকল্পে (এন্টারপ্রাইজ) স্থানীয় সনাতন কারিগরী জ্ঞান ব্যবহৃত হয়। উপকরণ স্থানীয় ভাবে সংগৃহীত হয় এবং উৎপন্ন দ্রব্য স্থানীয় বাজারে বিক্রি হয়। সমিতি কর্তৃক ঋণের ব্যবস্থা করা হয়। সকল কারিগরী ব্যবস্থাপনা এবং আয় বৃদ্ধিকারক কর্মকাণ্ডের দায়িত্ব ভূমিহীন সংগঠনগুলো বহন করতে হবে। এ সকল যোগ্যতা ভূমিহীন সংগঠনগুলো অর্জন করলে পরিকল্পনা মাফিক শৃঙ্খলার সাথে আর.ডি.পি কর্মসূচী প্রত্যাহার করে নিতে হবে।

যেখানে আর.ডি.পি -এর প্রচেষ্টা ভূমিহীনদের জন্যে দু'মুঠো ভাতের ব্যবস্থাও করতে পারেনি সেখানে তাদের কিছু মৌলিক দক্ষতা ও জীবনদৃষ্টি দান করতে হবে, যাতে করে দু'মুঠো ভাতের ব্যবস্থা করেও কিছু আয় হতে থাকে। তাদের মধ্যে মর্যাদাবোধ গড়ে তুলতে হবে এবং স্থানীয় সরকারী কর্মচারীদের মনোযোগ আকর্ষণ করার মত শক্তি অর্জন করতে হবে।

ভূমিহীনদের সচেতন করা এবং সংগঠন চালাতে তাদের দক্ষ করে তোলা একটা মন্থর দীর্ঘস্থায়ী এবং কোন কোন সময় হতাশাজনক প্রচেষ্টা। কিন্তু একটা আত্মনির্ভরশীল এবং ন্যায় বিচারপূর্ণ ভূমিহীন সংগঠন গড়তে হলে এ ছাড়া উপায় নেই। এই অতি প্রয়োজনীয় ধাপগুলো পাশ কাটিয়ে যাওয়ার প্রবণতা রয়েছে। কোন সময় ব্র্যাক হয়ত এতে প্রলুব্ধ হতে পারে। যেখানে এধরনের বিষয়ে ব্র্যাক কর্মীরা আমার চেয়ে ভাল জানেন সেখানে আমার মত হল যদি কোথাও এধরনের ভুল হয় তাহলে তা দীর্ঘমেয়াদী ফলাফলকে ক্ষতিগ্রস্ত করবে।

<u>আর, ই, পি</u>

আর, ডি, পি যখন ধাপে ধাপে ভূমিহীন সমিতি ও ফেডারেশনগুলোকে দেয়া সহায়তা প্রত্যাহার করবে তখন রেপ ধীরে ধীরে সেখানে সহায়তার হাত বাড়িয়ে দেবে। রেপকে শিল্প প্রতিষ্ঠা, উৎপাদিত দ্রব্য বাজারজাত করা এবং সেবায় মান উন্নয়ন এসব বিষয়ে বিশেষ মনোযোগ দিতে হবে। এক বা একাধিক ভূমিহীন সমিতি একটি এন্টারপ্রাইজের মালিক হতে পারে। সে এন্টারপ্রাইজকে অন্য সমবায় বা সংস্থা সমর্থন করতে পারে। তবে ভূমিহীন সমিতির নিজস্ব পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনা দলটি এসব এন্টারপ্রাইজ -এর উপর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখবে। এসব এন্টারপ্রাইজ -এ উচ্চ মানের কারিগরী দক্ষতা, নেতৃত্ব এবং ব্যবস্থাপনার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। তাই এন্টারপ্রাইজ -এর মূল কারিগরী ও ব্যবস্থাপনা পদগুলো বাইরে থেকে লোক এনে পূরণ করতে হবে। এসব ব্যক্তি ভূমিহীন সমিতি থেকে বেতন পাবেন এবং তাদের কাজের জন্যে সমিতির কাছে দায়ী থাকবেন।

অর্থনৈতিক কর্মকান্ডগুলোতে উন্নত প্রযুক্তি থাকবে, উৎপাদনের উপকরণ প্রয়োজনে দূর থেকে সংগৃহীত হবে এবং উৎপন্ন দ্রব্য দূরের বাজারে বিক্রি করতে হবে। বর্তমানে ভূমিহীন সমিতির হাতে যে সকল অর্থনৈতিক প্রকল্প আছে সেগুলোকে এমন ভাবে রূপান্তর করতে হবে যাতে যথেষ্ট মুনাফা অর্জিত হয় এবং সে মুনাফা পুনরায় বিনিয়োগ করা যায়, গ্রামবাসীকে উন্নত সেবা প্রদান করা যায় এবং ভূমিহীনদের ব্যক্তিগত আয় বৃদ্ধি পায়। সার্বিক ভাবে রেপ সমর্থিত প্রকল্পগুলোতে ভূমিহীনদের ব্যবস্থাপনা এবং নির্দিষ্ট বিনিয়োগ থাকতে হবে। 'রেপ'কে এখানে সম্পদ যোগান দিতে হবে এবং পরিচালনা বোর্ডে তার প্রতিনিধিত্ব থাকতে হবে।

<u>গ্রামীণ ব্যবস্থাপনা ও অর্থে সমাজ সেবা</u>

গ্রামের অর্থনৈতিক ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেলে ভূমিহীন সমিতিগুলো স্থানীয় ভাবে পরিচালনার জন্যে সমাজ সেবা কর্মসূচী হাতে নেয়ার সিদ্ধান্ত নিতে পারে। এ ধরনের কর্মসূচী ভূমিহীনদের নিয়ন্ত্রণে থাকবে।

উপানুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষা কর্মসূচী, গ্রামভিত্তিক প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যা প্রভৃতি কাজ বেশ ভাল ভাবেই করা যায়। প্রথমে ব্র্যাক অন্যান্য এন, জি, ও এবং সরকার থেকে কারিগরী ও প্রশিক্ষণ সাহায্য নিয়ে গ্রাম সংগঠন এ সকল কাজের ব্যবস্থাপনা গ্রহণ করতে পারে।

ভাষান্তর -- কামরুল ইসলাম